



আপিশলিশিষ্কার সম্পূর্ণ সূত্রপাঠ

(Āpiśaliśikṣāyāḥ Sūtrapāṭhaḥ - The Complete Collection)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
১	আকাশবায়ুপ্রভবঃ শরীরাসমুচ্চরন্ বক্ত্রমুপৈতি নাদঃ । স্থানান্তরেণ প্রবিভজ্যমানো বর্ণত্বমাগচ্ছতি যঃ স শব্দঃ ।	নাদ (ধ্বনি) যা আকাশ (শূন্য) ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে মুখ পর্যন্ত পৌঁছায়। সেই নাদই যখন বিভিন্ন উচ্চারণ স্থানে বিভক্ত হয়, তখন বর্ণ (অক্ষর)-এর রূপ নেয় এবং তাকেই শব্দ বলা হয়।
২	তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পবিত্রং গুহ্যশয়ং সম্যগুশন্তি বিপ্রাঃ । স শ্রেয়সা চাত্যুদয়েন চৈব সম্যক্ প্রযুক্তঃ পুরুষঃ যুগতি ।	বিদ্বানগণ সেই অক্ষরকে পরম ব্রহ্ম, পবিত্র, এবং হৃদয়-গুহ্য স্থিত বলেন। সেই অক্ষর (বা বাণী) যখন সঠিকভাবে উচ্চারিত হয়, তখন মানুষকে শ্রেয়স (কল্যাণ) এবং অভ্যুদয় (সাংসারিক উন্নতি) উভয়টির সঙ্গে যুক্ত করে।
৩	স্থানমিদং করণমিদং যন্ত এষ দ্বিধানিলঃ। স্থানং পীড়য়তি বৃত্তিকারঃ প্রক্রম এষোৎথ নাভিতলাৎ ।	এটি স্থান (উচ্চারণ স্থান), এটি করণ (উচ্চারণক অঙ্গ), এটি প্রযন্ত্র (প্রচেষ্টা), এবং এই দুই প্রকারের বাতাস (স্বা স)। বৃত্তিকার বলেন যে এটি স্থানকে পীড়িত করে (চাপ দেয়)। এই প্রক্রিয়া নাভিতল (নাভি অঞ্চল) থেকে শুরু হয়।
৪	তত্র স্থানকরণপ্রযন্ত্রেভ্যো বর্ণপ্রতিষ্ঠিঃ ।	সেই স্থান, করণ ও প্রযন্ত্র থেকে ত্রিষষ্টি (৬৩) টি বর্ণ (অক্ষর) উৎপন্ন হয়।
৫	তত্র বর্ণানাং কেশাং কিং স্থানং কিং করণং প্রযন্ত্রশ্চ কঃ কেশামিত্যুচ্যতে ।	সেই বর্ণগুলির মধ্যে কোন কোনটির কী স্থান, কী করণ এবং কোন কোনটির কী প্রযন্ত্র, তা এখন বলা হচ্ছে।

॥ ১. স্থানপ্রকরণম্ ॥ (Sthāna-Prakaraṇam - উচ্চারণ স্থান অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)

১.১	তত্র স্থানং তাবৎ ।	তাদের মধ্যে প্রথমে স্থান (উচ্চারণ স্থান) নিয়ে আলোচনা করা যাক।
১.২	অকুহবিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ ।	অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ এবং বিসর্গ (ঃ) হলো কণ্ঠ্য (গলা থেকে উচ্চারিত)।
১.৩	হবিসর্জনীয়াউরস্যাবেকেষাম্ ।	কিছু আচার্যের মতে, হ এবং বিসর্গ উরস্য (বক্ষ/বুক থেকে উচ্চারিত) বটে।
১.৪	জিহ্বামূলীয়ো জিহ্বাঃ ।	জিহ্বামূলীয় (ক/খ-এর আগে অর্ধ-বিসর্গ) হলো জিহ্বা (জিহ্বার মূল থেকে উচ্চারিত)।
১.৫	কবর্গাবর্ণানুস্বারজিহ্বামূলীয়া জিহ্বা একেষাম্ ।	কিছু আচার্যের মতে, ক বর্গ, অ বর্ণ, অনুস্বার এবং জিহ্বামূলীয়ও জিহ্বা।
১.৬	সর্বমুখস্থানমবর্ণমেক ।	কেউ কেউ অ বর্ণকে সর্বমুখস্থান (সম্পূর্ণ মুখ থেকে উচ্চারিত) বলে মনে করেন।
১.৭	ইচ্যুযশাস্ত্রালব্যঃ ।	ই, ঐ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য় এবং শ হলো তালব্য (তালু থেকে উচ্চারিত)।
১.৮	ঋটুরশা মূর্ধন্যাঃ ।	ঋ, ৠ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ঞ এবং শ্ব হলো মূর্ধন্য (মূর্ধা থেকে উচ্চারিত)।
১.৯	রো দন্তমূলস্থানমেকশ্লিম্ ।	কিছু আচার্যের মতে, ৠ হলো দন্তমূলস্থান (দাঁতের মাড়ি থেকে উচ্চারিত)।
১.১০	ঐতুলসা দন্ত্যাঃ ।	ঐ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল্ এবং স্ হলো দন্ত্য (দাঁত থেকে উচ্চারিত)।
১.১১	বকারো দন্তৌষ্ঠ্যঃ ।	ব কার হলো দন্তৌষ্ঠ্য (দাঁত ও ঠোঁট থেকে উচ্চারিত)।

১.১২	স্ ক্ স্থানমেক ।	কেউ কেউ ব-এর স্থান স্ ক্ (মুখের কোণ) বলে মনে করেন।
১.১৩	উপ্প্রাণানীয়া ঔষ্ঠ্যঃ ।	উ, উ, প, ফ, ব, ভ, ম এবং উপধ্ব aan ীয় হলো ঔষ্ঠ্য (ঠোঁট থেকে উচ্চারিত)।
১.১৪	অনুস্বারযমা নাসিক্যাঃ ।	অনুস্বার (ং) এবং যম হলো নাসিক্য (নাক থেকে উচ্চারিত)।
১.১৫	কণ্ঠনাসিক্যমনুস্বারমেক ।	কেউ কেউ অনুস্বারকে কণ্ঠনাসিক্য (গলা ও নাক থেকে উচ্চারিত) বলে মনে করেন।
১.১৬	যমাশ্চ নাসিক্যজিহ্বামূলীয়া একেশাম্ ।	কিছু আচার্যের মতে, যম হলো নাসিক্য ও জিহ্বামূলীয় উভয়ই।
১.১৭	এদৈতো কণ্ঠতালব্যো ।	এ এবং ঐ হলো কণ্ঠতালব্য (গলা ও তালু থেকে উচ্চারিত)।
১.১৮	ওদৌতো কণ্ঠৌষ্ঠ্যো ।	ও এবং ঔ হলো কণ্ঠৌষ্ঠ্য (গলা ও ঠোঁট থেকে উচ্চারিত)।
১.১৯	ঐমঙণনাঃ স্বস্থানা নাসিকাস্থানাশ্চ ।	ঐ, ম, ঙ, ণ, ন তাদের নিজেদের স্থান সহ নাসিকাস্থান (নাক)-ও ব্যবহার করে।
১.২০	দ্বিৰ্ণানি সন্ধ্যাঙ্করাণি ।	সন্ধ্যাঙ্কর (এ, ঐ, ও, ঔ) দুটি বর্ণ দিয়ে তৈরি।
১.২১	সরেফ ঋবর্ণঃ ।	ঋ বর্ণটি র (রেফ)-এর সঙ্গে উচ্চারিত হয়।
১.২২	এবমেতানি স্থানানি ।	এইভাবে এই স্থান (উচ্চারণ স্থান)-এর বর্ণনা শেষ হলো।

॥ ২. করণপ্রকরণম্ ॥ (**Karaṇa-Prakaraṇam** - উচ্চারণক অঙ্গ অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
২.১	করণমপি ।	করণ (উচ্চারক অঙ্গ) নিয়ে আলোচনা করা যাক।
২.২	জিহ্ব্যতালব্যমূর্ধন্যদন্ত্যানাং জিহ্বা করণম্ ।	জিহ্ব্য, তালব্য, মূর্ধন্য এবং দন্ত্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বা হলো করণ।
২.৩	কথমিতি ।	(জিহ্বার) কোন অংশ দ্বারা?
২.৪	জিহ্বামূলে জিহ্ব্যানাম্ ।	জিহ্ব্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বামূল (জিহ্বের গোড়া)।
২.৫	জিহ্বামধ্যে তালব্যানাম্ ।	তালব্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বামধ্য (জিহ্বের মধ্যভাগ)।
২.৬	জিহ্বাপাগ্রে মূর্ধন্যানাম্ ।	মূর্ধন্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বের উপ-অগ্রভাগ।
২.৭	জিহ্বাগ্রাধঃ করণং বা ।	অথবা জিহ্বার অগ্রভাগের নিচের অংশও (মূর্ধন্যের জন্য) করণ।
২.৮	জিহ্বাগ্রে দন্ত্যানাম্ ।	দন্ত্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বাগ্র (জিহ্বের ডগা)।
২.৯	শেষাঃ স্বস্থানকরণাঃ ।	বাকি বর্ণগুলি (যেমন কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য) তাদের নিজেদের স্থানকে নিজেই করণ হিসেবে ব্যবহার করে।
২.১০	ইত্যেতৎ করণম্ ।	এই হলো এইভাবে করণ-এর বর্ণনা।

॥ ৩. অন্তঃপ্রয়ত্নপ্রকরণম্ ॥ (Antah-Prayatna-Prakaraṇam - আভ্যন্তরীণ চেষ্টা অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)

৩.১	প্রযত্নো দ্বিবিধঃ ।	প্রযত্ন (উচ্চারণের চেষ্টা) দুই প্রকার।
৩.২	আভ্যন্তরো বাহ্যশ্চ ।	আভ্যন্তর (আভ্যন্তরীণ) এবং বাহ্য (বাহ্যিক)।
৩.৩	আভ্যন্তরস্বাবৎ ।	প্রথমে আভ্যন্তর প্রযত্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক।
৩.৪	স্পৃষ্টকরণাঃ স্পর্শাঃ ।	করণ (উচ্চারণক অঙ্গ) সম্পূর্ণ স্পর্শ করলে, সেই বর্ণগুলি স্পর্শ (ক থেকে ম পর্যন্ত) নামে পরিচিত।
৩.৫	ঐষৎস্পৃষ্টকরণা অন্তস্থাঃ ।	করণ সামান্য স্পর্শ করলে, সেই বর্ণগুলি অন্তস্থাঃ (য, র, ল, ব) নামে পরিচিত।
৩.৬	ঐষদ্বিবৃতকরণা উল্লাগাঃ ।	করণ সামান্য খোলা থাকলে, সেই বর্ণগুলি উল্লাগাঃ (শ, ষ, স, হ) নামে পরিচিত।
৩.৭	বিবৃতকরণাঃ স্বরাঃ ।	করণ সম্পূর্ণ খোলা থাকলে, সেই বর্ণগুলি স্বর নামে পরিচিত।
৩.৮	তেভ্য এ ও বিবৃততরৌ ।	সেই স্বরগুলির মধ্যে এ এবং ও অধিক বিবৃত (খোলা)।
৩.৯	তাভ্যমৈ ঐ ।	তাদের (এ ও ও) থেকেও ঐ এবং ঐ অধিক বিবৃত।
৩.১০	তাভ্যামপ্যাকারঃ ।	তাদের (ঐ ও ঐ) থেকেও আকার (আ) অধিক বিবৃত।
৩.১১	সংবৃতোহকারঃ ।	অকার (অ) হলো সংবৃত (বন্ধ)।
৩.১২	ইত্যেযোহন্তঃপ্রযত্নঃ ।	এই হলো এইভাবে আভ্যন্তর প্রযত্ন।

॥ ৪. বাহ্যপ্রযত্নপ্রকরণম্ ॥ (Bāhya-Prayatna-Prakaraṇam - বাহ্যিক চেষ্টা অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৪.১	অথ বাহ্যঃ ।	এবার বাহ্য প্রযুক্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক।
৪.২	বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ শষসবিসর্জনীয়জিহ্বামূলীয়োপশ্বানীয়া যমৌ চ । প্রথমদ্বিতীয়ো বিবৃতকণ্ঠাঃ শ্বা সানুপ্রদানা অঘোষাঃ ।	বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, শ, ষ, স, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপশ্ব aan ীয় এবং যম (প্রথম ও দ্বিতীয়) — এগুলি বিবৃতকণ্ঠ (গলা খোলা), শ্বাসানুপ্রদান (শ্বাসের প্রাধান্য) এবং অঘোষ (ঘোষহীন)।
৪.৩	বর্গযমানাং প্রথমে অল্পপ্রাণা ইতরে সর্বে মহাপ্রাণাঃ ।	বর্গ ও যমগুলির প্রথম বর্ণ অল্পপ্রাণ, অন্য সবগুলি (বর্গের দ্বিতীয়) মহাপ্রাণ।
৪.৪	বর্গাণাং তৃতীয়চতুর্থা অন্তঃশ্বা হকারানুস্বারৌ যমৌ চ তৃতীয়চতুর্থৌ নাসিক্যাশ্চ সংবৃতকণ্ঠা নাদানুপ্রদানা ঘোষবন্তঃ ।	বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, অন্তঃশ্বা, হকার, অনুস্বার, যম (তৃতীয় ও চতুর্থ) এবং নাসিক্যা (বর্গের পঞ্চম) — এগুলি সংবৃতকণ্ঠ (গলা সংকুচিত), নাদানুপ্রদান (ধ্বনির প্রাধান্য) এবং ঘোষবন্তঃ (ঘোষযুক্ত)।
৪.৫	বর্গযমানাং তৃতীয়া অন্তঃশ্বাচাল্প্রাণা ইতরে সর্বে মহাপ্রাণাঃ ।	বর্গ ও যমগুলির তৃতীয় বর্ণ এবং অন্তঃশ্বা হলো অল্পপ্রাণ, আর অন্য সবগুলি (বর্গের চতুর্থ) মহাপ্রাণ।
৪.৬	যথা তৃতীয়াস্তথা পঞ্চমাঃ ।	যেমন তৃতীয় বর্ণগুলি, ঠিক তেমনই পঞ্চম বর্ণগুলিও হয়।
৪.৭	আনুনিাসক্যমেষামধিকো গুণঃ ।	এই পঞ্চম বর্ণগুলির একটি অতিরিক্ত গুণ হলো আনুনিাসক্য।

৪.৮	শাদয় উল্লাগঃ ।	শ ইত্যাডি (শ, ষ, স, হ) হলো উল্লাগঃ।
৪.৯	সস্থানেন দ্বিতীয়াঃ ।	দ্বিতীয় বর্ণগুলি (খ, ছ, ঠ, থ, ফ) স (শ/ষ/স)-এর স্থানে উচ্চারিত হয়।
৪.১০	হকারেণ চতুর্থাঃ ।	চতুর্থ বর্ণগুলি (ঘ, ঞ, ঢ, ধ, ভ) হকার-এর সাথে উচ্চারিত হয়।
৪.১১	এষ বাহ্যঃ প্রযত্নঃ ।	এই হলো এইভাবে বাহ্য প্রযত্ন।

॥ ৫. স্থানপীড়নপ্রকরণম্ ॥ (Sthāna-Pīḍana-Prakaraṇam - স্থানকে পীড়ন করার পদ্ধতি)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৫.১	তত্র স্পর্শযমবর্ণকারো বায়ুরয়ঃপিণ্ডবৎস্থানমভিপীড়য়তি ।	সেখানে (উচ্চারণে) স্পর্শ এবং যম বর্ণগুলি তৈরি করার জন্য বায়ু লোহার পিণ্ডের মতো স্থানকে প্রবলভাবে চাপ দেয়।
৫.২	অন্তঃস্ববর্ণকারো বায়ুরুদারুণীণ্ডবৎ ।	অন্তঃস্ব বর্ণগুলি তৈরি করার জন্য বায়ু কাঠের পিণ্ডের মতো চাপ দেয় (লোহার চেয়ে কম)।
৫.৩	উল্লস্বরবর্ণকারো বায়ুরুর্ণিপীণ্ডবৎ ।	উল্ল এবং স্বর বর্ণগুলি তৈরি করার জন্য বায়ু পশমের পিণ্ডের মতো চাপ দেয় (সবচেয়ে মৃদু চাপ)।

॥ ৬. বৃত্তিকারপ্রকরণম্ ॥ (Vṛttikāra-Prakaraṇam - ভাষ্যকারদের বর্ণনা)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
--------------	----------------------------	----------------------

৬.১	এবং ব্যাখ্যানে বৃত্তিকারাঃ পঠন্তি - অষ্টাদশপ্রভেদমবনকুলমিতি । অত্র -	এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বৃত্তিকারেরা বলেন - অ বর্ণ আঠারো প্রকার।
৬.২	হ্রস্বদীর্ঘক্লতস্বাষ্ট ত্রৈস্বর্যোপনয়েন চ । আনুনাসিক্যভেদাষ্ট সঙ্খ্যাতোহষ্টাদশাস্বকঃ । ইতি ।	হ্রস্ব, দীর্ঘ, ক্লত (তিন প্রকার মাত্রা) এবং উদাত্তা, অনুদাত্তা, স্বরিত (তিন প্রকার স্বর) এবং আ নুনাসিক্য (নাসিক্য ও অনাসিক্য) ভেদের কারণে এর সংখ্যা আঠারো হয় (৩×৩×২ = ১৮)।
৬.৩	এবমিবর্ণাদয়ঃ ।	ই বর্ণ ইত্যাদিও (ই, উ, ঋ, ঌ) একইরকম আঠারো প্রকার।
৬.৪	ঐবর্ণস্য দীর্ঘা ন সন্তি ।	ঐ বর্ণের দীর্ঘ রূপ নেই।
৬.৫	তং দ্বাদশপ্রভেদমাচক্ষতে ।	তাই তারা এটিকে বারো প্রকারের বলে বর্ণনা করেন (হ্রস্ব ও ক্লত: ২×৩×২ = ১২)।
৬.৭	সঙ্খ্যাক্ষরাণাং হ্রস্বা ন সন্তি ।	সঙ্খ্যাক্ষর (এ, ঐ, ও, ঔ)-এর হ্রস্ব রূপ নেই।
৬.৮	তানাপি দ্বাদশপ্রভেদানি ।	তাই সেগুলিও বারো প্রকারের (দীর্ঘ ও ক্লত: ২×৩×২ = ১২)।
৬.১১	অন্তস্থা দ্বিপ্রভেদা রেফবর্জিতাঃ সানুনাসিকা নিরনুনাসিকাশ্চ ।	অন্তস্থা বর্ণগুলি (র-কে বাদ দিয়ে: য, ল, ব) দুই প্রকারের – সানুনাসিক (নাসিক্যযুক্ত) এবং নিরনুনাসিক (নাসিক্যহীন)।
৬.১২	রেফোল্লগাং সবর্ণা ন সন্তি ।	রেফ (র) এবং উল্ল (শ, ষ, স, হ)-এর সবর্ণ (একই স্থানের বা একই গুণের বর্ণ) নেই।
৬.১৩	বর্গ্যো বর্গ্যেণ সবর্ণঃ ।	বর্গীয় বর্ণগুলি (স্পর্শ বর্ণ) তাদের নিজেদের বর্গীয় বর্ণগুলির সঙ্গে সবর্ণ হয়।

॥ ৭. প্রক্রমপ্রকরণম্ ॥ (Prakrama-Prakaraṇam - প্রক্রিয়া অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৭.১	এষ ক্রমো বর্ণনাম্ ।	এই হলো বর্ণগুলির ক্রম।
৭.২	তদ্রৈমাং স্থানকরণপ্রযজ্ঞানাং ব্যাকরণপ্রসিদ্ধিরূচ্যতে ।	সেখানে এই স্থান, করণ এবং প্রযজ্ঞগুলির ব্যাকরণগত প্রসিদ্ধি বলা হচ্ছে।
৭.৩	ইহ যত্র স্থানে বর্ণা উপলভ্যন্তে ত ৎস্থানম্ ।	যেখানে বর্ণগুলি উপলব্ধ হয়, তা হলো স্থান।
৭.৪	যেন নিব্বর্ত্যন্তে ত ৎকরণম্ ।	যার দ্বারা (বর্ণ) নিষ্পাদিত হয়, তা হলো করণ।
৭.৫	প্রযতনং প্রযজ্ঞঃ ।	যে চেষ্টা (Effort) করা হয়, তা হলো প্রযজ্ঞ।

॥ ৮. নাভিতলপ্রকরণম্ ॥ (Nābhitāla-Prakaraṇam - নাভি অঞ্চল অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৮.১	তত্র নাভিপ্রদেশাৎ যজ্ঞপ্রেমিতঃ প্রাণো নাম বায়ুরুর্দ্ধমাক্রামন্নুরঃপ্রভৃतीনাং স্থানানামন্যতমস্মিনস্থানে যজ্ঞেন বিধার্য্যতে । স বিধার্য্যমাণো বায়ুঃ স্থানমভিহন্তি । তস্মা ৎস্থ্যা নাভিঘ্যা তাদ্ ধ্বনিরুৎপদ্যত আকাশ , সা বর্ণশ্রুতিঃ । স বর্ণস্য্যা স্নলাভঃ ।	নাভিপ্রদেশ থেকে প্রযজ্ঞ (চেষ্টা) দ্বারা প্রেমিত প্রাণ নামক বায়ু ওপরে উঠে উরঃ (বুক) ইত্যাদি স্থানগুলির যেকোনো একটিতে ধরে রাখা হয়। সেই ধরে রাখা বায়ু স্থানকে আঘাত করে। সেই স্থানকে আঘাত করার ফলে আকাশে (শূণ্যে) ধ্বনি উৎপন্ন হয়, সেটিই বর্ণশ্রুতি (বর্ণের শোনা যাওয়া)। এটিই বর্ণের আশ্রয়।
৮.২	তত্র ধ্বনাবুৎপদ্যমানে যদা স্থানকরণপ্রযজ্ঞাঃ পরস্পরং স্পৃশন্তি সা স্পৃষ্টতা ।	যখন ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তখন স্থান, করণ ও প্রযজ্ঞগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করলে, তা হলো স্পৃষ্টতা (স্পর্শ বর্ণ)।
৮.৩	যদেষ ৎ স্পৃশন্তি তদেষৎস্পৃষ্টতা ।	যখন সামান্য স্পর্শ করে, তা হলো ঈষৎস্পৃষ্টতা (অন্তঃস্থ)।

৮.৪	দূরেণ যদা স্পৃশন্তি সা বিবৃত্তা ।	যখন দূর থেকে স্পর্শ করে, তা হলো বিবৃত্তা (স্বর)।
৮.৫	সামীপ্যেন যদা স্পৃশন্তি সা সংবৃত্তা ।	যখন নিকট থেকে স্পর্শ করে, তা হলো সংবৃত্তা (অকার)।
৮.৬	ইত্যেতেশোহন্তঃ প্রযল্লঃ ।	এই হলো এইভাবে আভ্যন্তর প্রযল্ল।
৮.৭	স ইদানীং প্রাণো নাম বায়ুরুর্দ্ধমাক্রামন্ মূর্দ্ধি প্রতিহতো নিবৃত্তো যদা কোষঠমভিহন্তি তদা কোষঠেহভিহন্যমানে গলবিলস্য বিবৃত্তস্বা দ্বিবারঃ সংবৃত্তস্বা ৎসংবারো জায়তে ।	সেই প্রাণ বায়ু ওপরে উঠে মূর্ধাতে বাধা পেয়ে যখন ফিরে এসে কোষঠ (বক্ষ ও গলনালী) কে আঘাত করে, তখন কোষঠ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় গলবিল (গলার খোলা অংশ) খোলা থাকলে বিবার (খোলাভাবে) হয় এবং বন্ধ থাকলে সংবার (বন্ধ ভাবে) হয়।
৮.১০	ক্ৰিবৃত্তে কণ্ঠবিলে শ্বা সোজায়তে ।	কণ্ঠবিল খোলা থাকলে শ্বা স (নিঃশ্বাস) উৎপন্ন হয়।
৮.৯	তত্র যদা কণ্ঠবিলং সংবৃত্তং ভবতি তদা নাদো জায়তে ।	যখন কণ্ঠবিল বন্ধ থাকে, তখন নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হয়।
৮.১৩	তত্র যদা শ্বা নাভিঘ্যা তজে ধ্বনৌ নাদোহনুপ্রদীয়তে, তদা নাদধ্বনিসংসর্গ্যা দ্ ঘোষো জায়তে ।	যখন শ্বা নকে আঘাত করে উৎপন্ন ধ্বনিতে নাদ যুক্ত হয়, তখন নাদ ও ধ্বনির মিশ্রণে ঘোষ (ঘোষযুক্ততা) উৎপন্ন হয়।
৮.১৪	যদা শ্বা সোনোহনুপ্রদীয়তে তদা শ্বা সধ্বনিসংসর্গ্যা দ্ অঘোষঃ ।	যখন শ্বা স যুক্ত হয়, তখন শ্বা স ও ধ্বনির মিশ্রণে অঘোষ (ঘোষহীনতা) উৎপন্ন হয়।
৮.১৬	মহতি বায়ৌ মহাপ্রাণঃ ।	বেশি বায়ু (প্রবাহ) থাকলে মহাপ্রাণ হয়।
৮.১৭	অল্পে বায়া কল্পপ্রাণঃ ।	কম বায়ু থাকলে অল্পপ্রাণ হয়।

৮.২০	যদা সৰ্ব্বাপানুসারী প্রযত্নস্তীত্রো ভবতি তদা গ্যা এস্য নিগ্রহঃ, কণ্ঠবিলস্য চাপুত্বং, স্বরস্য চ বায়োস্তীত্রগতি ৎবা দ্ রৌক্ষ্যং ভবতি তমুদ্যা তমাচক্ষতে ।	যখন স বী স্পীন প্রচেষ্টা তীর হয়, তখন শরীরের সংকোচন, কণ্ঠবিলের ক্ষুদ্রতা, এবং বায়ুর দ্রুত গতির কারণে স্বরের কৰ্কশতা হয়, তাকে উদাত্তা (উচ্চ স্বর) বলা হয়।
৮.২১	যদা তু মন্দঃ প্রযজ্ঞো ভবতি, তদা গ্যা এস্য স ংসনম্, কণ্ঠবিলস্য মহ ৎত্বং স্বরস্য চ বায়োশ্লন্দগতি ৎবা দ্ শ্লিঙ্কতা ভবতি । তম ন দ্যা তমাচক্ষতে ।	যখন প্রচেষ্টা মৃদু হয়, তখন শরীরের শিথিলতা, কণ্ঠবিলের বৃহৎতা, এবং বায়ুর ধীর গতির কারণে স্বরের কোমলতা হয়, তাকে অনুদাত্তা (নিচু স্বর) বলা হয়।
৮.২২	উদ্যা ত্তা ন দ্যা ত্তস্বরসন্নিপা ত্ত স্বরিত ইতি ।	উদাত্তা ও অনুদাত্তা স্বরের মিলন থেকে স্বরিত (মাঝারি স্বর) হয়।
৮.২৪	অষ্টৌ স্থা না নি বর্ণানামূরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা । জিহ্বামূলং চ দন্তা শ্চ নাসিকোষঠৌ চ তা লু চ ।	বর্ণগুলির আটটি স্থান হলো: উরঃ (বুক), কণ্ঠ (গলা), শিরঃ (মাথা/মূর্ধা), জিহ্বামূল (জিভের গোড়া), দন্ত (দাঁত), নাসিকা (নাক), ওষ্ঠ (ঠোঁট) এবং তালু।
৮.২৫	স্পৃষ্টত্বমীষৎস্পৃষ্টত্বং সংবৃত্ত্বং তথৈব চ । বিবৃত্ত্বং চ বর্ণানামন্তঃকরণমুচ্যতে ।	স্পৃষ্টতা, ঈষৎস্পৃষ্টতা, সংবৃত্ততা এবং বিবৃত্ততা বর্ণগুলির আভ্যন্তরীণ করণ (প্রক্রিয়া) বলে অভিহিত হয়।
৮.২৬	কালো বিবারসংবারৌ শ্চা সনাদাবধোষতা । ঘোষোহল্লপ্রাণত্যা চৈব মহাপ্রাণঃ স্বরান্ধ্রয়ঃ ।	কাল (হ্রস্ব/দীর্ঘ), বিবার, সংবার, শ্চা স, নাদ, অধোষতা, ঘোষ, অল্লপ্রাণতা, মহাপ্রাণ এবং তিনটি স্বর (উদাত্তা, অনুদাত্তা, স্বরিত)।
৮.২৭	বাহ্যং করণমাহস্ত্যা ন্ বর্ণানাং বর্ণরেনদনঃ ।	বর্ণবেত্তা (ধ্বনিবিদ) পণ্ডিতগণ এগুলিকেই বর্ণের বাহ্য করণ (বাহ্য প্রযত্ন) বলে থাকেন।